অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 75-80
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.010

BHARATIYA BHASA HISEBE BANGLA BHASAR BHUMIKA / ভারতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার ভূমিকা

PAPIYA SHIL / পাপিয়া শীল
প্রাক্তন ছাত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email: shilpapiya55@gmail.com

Accepted: 06.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords: সংস্কৃতি, জাতি, মাতৃভাষা, শিক্ষা, বাঙালী, উন্নতি, ঐতিহ্য

Abstract: এই বাংলা ভাষা যে মূল ভাষা থেকে জন্ম নিয়েছে তা হলো প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা। বাংলা ভাষার উৎপত্তি অন্যান্য ভারতীয় আর্য ভাষার মতোই নদী প্রবাহের সঙ্গে তুলনীয়। নদী প্রবাহের মতোই এর পরিবর্তন হয়েছে।প্রায় হাজার বছর কিংবা তার বেশি সময় ধরে বাংলা ভাষা বাঙালি জাতির মাতৃভাষা রূপে গঠিত। ভারতবর্ষ বহু জাতির দেশ, দেশপ্রকান্ড কাজেই বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, ধ্যান ধারণায় ভাষা নানাভাবে বিকশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে বাঙালি জাতিকে একটি রাষ্ট্রনীতিতে পরিণত হওয়ার পক্ষে সহায়তা দান করেছে। বাংলার ভাষাগত বৈচিত্র্যের উৎস তার ভৌগোলিক অবস্থান এবং ঐতিহাসিক অতীত থেকে পাওয়া যায়। বাংলা দুটি মহান প্রাচীন সভ্যতার মিলনস্থলে অবস্থিত - ভারত ও চীন। যার ফলে সংস্কৃতি এবং ভাষার একটি অনন্য সমন্বয় ঘটে। কয়েক শতাব্দী ধরে বাংলাও বিভিন্ন সাম্রাজ্য দ্বারা শাসিত হয়েছে এবং প্রত্যেকেই এই অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ভাষার উপর তাদের ছাপ রেখে গেছে। ১৯৪৭ এর পরে দুই রাষ্ট্রস্থ বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যকে বিভ্রান্তি ও অজ্ঞাতপ্রসূত বিরোধিতা সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষার ও বাংলা সাহিত্যের সম্মিলিত ঐতিহ্য ও বিকাশের ধারা অব্যাহত রয়েছে। রাজনৈতিক সামাজিক এমন কি অর্থনৈতিক পরিবর্তনেও ভাষার মূলগত পরিবর্তন সহজে পরিবর্তিত হয় নি।

বাংলা ভাষা পৃথিবীর প্রায় আট কোটি বাঙ্গালির মাতৃভাষা, বাংলা সাহিত্য সকল বাঙালির নিজস্ব সাহিত্য। ফলত সময় যত এগিয়েছে সভ্যতার সংস্কৃতির ইতিহাসে ভাষার গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। তাই বাংলা ভাষা শুধু ভারতীয় ভাষা হিসেবে নয় তা ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সত্তার সাথে জড়িত। এ কথা স্বীকার করে নিয়ে গোপাল হালদারের বক্তব্যটি এই প্রসঙ্গে তুলে ধরা প্রযোজ্য. 'বাঙলাভাষীর সংখ্যা হিসাবে ও সাহিত্য সৃষ্টির উৎকর্ষের হিসাবে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ভাষার মধ্যে বাঙলার স্থান- এই সত্য অপরিবর্তনীয়' বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকেই মাতৃভাষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এই ধারা বজায় থাকলে পরবর্তীতে বাংলা ভাষা বিচিত্র ঐশ্বর্য লাভ করবে।

Discussion:

‘ছোটো খোকা বলে অ আ
শেখে নি সে কথা কওয়া।’

ভাষা শিক্ষার সময় মানব শিশু কথা বলার আগেই তা বুঝতে পারে সেটা চারপাশের বড়দের শব্দ বাক্যাংশ বাক্যের অর্থ বুঝতে শেখে শিশুদের প্রথম দিকের আধো আধো বলির আড়ালে বিচ্ছিন্নভাবে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ উঠে এলেও তারা আসলে গোটা একটি ভাবকেই প্রকাশ করতে চায়। অর্থাৎ বড়দের কথা বলার ধরন থেকে সে আস্ত একটি ভাবকে কিভাবে প্রকাশ করতে হয়? তা প্রকাশ করার চেষ্টা করে ফলত ছোটবেলায় ‘ সহজ পাঠ ‘ এর এই দুই লাইনের কবিতা সময়ের সাথে সাথে যত এগিয়েছে ততোই উপলব্ধি হয়েছে শুধুমাত্র কবিতা কিংবা স্বরবর্ণ শেখা নয়, এই দুটি লাইন সমগ্র বাঙালি জাতির একটি ইমোশন। শুধু সহজপাঠের কথা নয় মানুষের মধ্যে সুপ্ত চেতনার একটি বাহ্যিক প্রকাশ। ভাষা নিজের মনের কথা বলতে, অনুভূতি প্রকাশ করতে শেখায়।বাংলা ভাষা একটি প্রাচীনতম ও ঐতিহ্য সমন্বিত ভাষা। কালক্রমিক নানান খাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এই ভাষা বিকশিত হয়েছে। একটি দেশ তথা সমগ্র জাতির উন্নতিতে সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে বাংলা ভাষা গুরুত্ব অপরিসীম। কোনও জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তার নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। কোনও জাতির সাংস্কৃতিক ধারণাকেও আমরা ভাষার মাধ্যমে অনুধাবন করতে পারি। একটি গর্ভজাত শিশুও তার মাতৃভাষাতেই প্রথম কথা বলতে শেখে। আবার, মনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবগুলি সহজেই প্রকাশ করা যায় ভাষার মাধ্যমে। আমাদের নতুন প্রজন্মেরও নিজ মাতৃভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই নিজ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোঁড়া সমাজকে আধুনিকরণের মাত্রা দিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ধর্ম যখন মানুষকে অন্ধ পথে চালিত করে তখন শিক্ষাই পারে সেই সংকীর্ণতা দূর করতে। তাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার বদলে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করেন শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে। একটু ফিরে তাকালে দেখতে পাবো, দৈনন্দিন জীবন চর্চায় ও সৃজন ভূমিতে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার যে প্রয়াস তা ভাষার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। বিভিন্ন উন্নত দেশের অধিবাসীরা তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইংরেজি কিংবা বিভিন্ন ভাষার পাশাপাশি নিজেদের মাতৃভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। দেশের বর্তমান শিক্ষানীতিতে বাংলা ভাষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সমগ্র বিশ্বব্যাপী এখন বাংলা ভাষা স্বীকৃত। এ ভাষার মর্যাদা আজ পৃথিবী জুড়ে। জাতি সংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কোর ঘোষণা অনুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারি তথা শহিদ দিবস ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসাবে পালিত হয়। জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যাবহারযোগ্য। তবে বাংলা বানান নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক বানান নীতির সর্বাধুনিক বই পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা

আকাডেমির বানানবিধিতে। কিন্তু সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার হলেও এখনও বেশ কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

১) বাংলার বানানগত কিছু জটিলতা রয়েছে।
২) উচ্চমানসম্পন্ন বাংলা শব্দ তৈরি ও ব্যবহারে বেশ কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়।
৩) সরকারি কাজ-কর্মে চলিত ভাষার ব্যবহার কম হয়।
৪) আইন বিষয়ক, বৈজ্ঞানিক, ও চিকিৎসা বিষয়ক শব্দাবলীর অনুবাদে জটিলতা।
৫) উচ্চ শিক্ষায় পরিভাষাগত মানসম্পন্ন বইয়ের অভাব।
৬) বাংলা বানান বিধিতে কিছু জটিলতা কারণে ব্যক্তিগত কাজকর্ম সমস্যা তৈরি হয়
৭) উচ্চারনগত কিছু সমস্যা রয়েছে।
৮) পুরনো এবং নতুন বানানের যে নিয়ম তাতে ব্যক্তি বিশেষের সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

সত্যি বলতে সংবিধান অনুযায়ী ভারতের কোনও রাষ্ট্রভাষা নেই। হিন্দি এদেশের সরকারি ভাষা। স্বাধীনতার প্রায় সাতাত্তর বছর পরেও আমাদের সংবিধানে কোনও একটি নির্দিষ্ট ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া যায়নি। বাংলা ভাষার মর্যাদা লাভের কারণ প্রাক্-আধুনিক ও আধুনিক পর্বে এক রকম নয়। যখন ছাপাখানা আসেনি, তখনও বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল মূলত দু'টি কারণে। প্রথমত, রাজপৃষ্ঠপোষণা লাভ করেছিল এই ভাষা। আরাকান রাজসভা থেকে কৃষ্ণচন্দ্রের সভা, 'এলিট'দের কাছে ভাষা হিসাবে বাংলা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃত ভাষাকে কেন্দ্র করে যেমন রাজসভার সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করেও নানা মাপের রাজসভার সাহিত্যের পত্তন। দ্বিতীয়ত, এই স্থানীয় ভাষাকেন্দ্রিক উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন গোষ্ঠীটি যেমন বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল, তেমনই প্রাক্-আধুনিক পর্বের ধর্মীয় ও লোকায়ত স্তরেও ভাষাটির প্রয়োগ ছিল যথেষ্ট। এই ভাষা সহজ-ধর্মের পদাবলির ধারক, পল্লিগাথা ও গীতির প্রকাশক। এ কথা স্বীকার করে বলতে হবে বাংলার সমস্যা হলো বাংলা ভাষাকে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের মধ্যশিক্ষা থেকে উচ্চতম শিক্ষার প্রধানতম মাধ্যম রূপে প্রবর্তিত করা। ব্রিটিশরাও ১৭৫৭ সাল থেকে প্রায় ২০০ বছর বাংলা শাসন করে। এই সময়কালে, ইংরেজি শিক্ষা, প্রশাসন ও বাণিজ্যের ভাষা হিসাবে ক্রমশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। ফলে এই সময়ে অনেক ইংরেজি শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়। বর্তমান কংগ্রেস শাসকদের হাতে তা বেড়ে ওঠে। আর এই কারণেই এদেশে ইংরেজি ভাষাকে নিয়ে মাতামাতিটা এতো বাড়তে পেরেছে। আমরা এমন দেশে বাস করি যেখানে নিজের মাতৃভাষা ভালো করে বলতে না জানলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু ইংরেজি ভাষা ঠিকমতো না জানলে, তাঁকে ইতর ব্যক্তি সমান মনে করা হয় এবং অযোগ্য মনে করা হয়। কিন্তু এই ভাষার সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতি জড়িয়ে আছে। সংস্কৃতির মূল কথা হলো সৃষ্টি অর্থাৎ নতুন রূপে প্রকাশ প্রয়াস আর এই প্রয়াসকে সঞ্জীবিত করতে ভাষার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছু না কিছু থাকে এবং সেই বৈশিষ্ট্যই তার জীবনধারণের ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে বাংলা ভাষা শুধুমাত্র ভাষার দাবি নিয়ে উঠে আসে না সঙ্গে সংস্কৃতির পরিচয়ও বহন করে। বরাবরই বাঙালি সংস্কৃতি আসলে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ রূপ। বাঙালি জাতিকে যেমন ভারতীয় মহাজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ নয় তেমনি বাঙালি সংস্কৃতিকেও জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। তাই এই স্তরের জীবনযাত্রা, জীবন পদ্ধতি- সমাজের আর্থিক রূপ,তার বিন্যাস, তার উৎপাদনের বিশেষ পদ্ধতি ভাষার আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়েই সাধিত হয়। আমাদের ভারতবর্ষে বাংলা ভাষার সংখ্যাগত ব্যবহারের প্রেক্ষাপটটি দেখে নেব -

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত, ৯. ৭২ কোটি স্পিকার বা দেশের জনসংখ্যার ৪. ০৩% সহ বাংলা ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক কথ্য ভাষা। এটি প্রাথমিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, আসাম এবং ত্রিপুরার পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে কথা বলা হয়। এই রাজ্যগুলির কয়েকটিতে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা এখানে রয়েছে:

পশ্চিমবঙ্গ: ৭৮,৬৯৮,৮৫২ ভাষাভাষী, বা জনসংখ্যার ৪৬. ২২%

বরাক উপত্যকা (আসাম): ২,৯৩০,৩৭৮ ভাষাভাষী, বা জনসংখ্যার ৮০. ৮৪%

ত্রিপুরা: ২, ৪১৪,৭৭৪ ভাষাভাষী, বা জনসংখ্যার ৬৭.৭৩%

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা (আসাম): ৬, ০৯৪,২৭৪ ভাষাভাষী, বা জনসংখ্যার ২২. ০৯%

ভারতবর্ষের মধ্যে জাতি হিসেবে বাঙালি বোধহয় সর্বাধিক বিকশিত। ভাষা হিসেবেও বাংলা ভাষা সর্বাধিক প্রচলিত। কারণ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা বাংলা।কাজেই ইংরেজ শাসন ও ইংরেজি চাপে না পড়লে ইতিপূর্বে এই ভাষা জীবনযাত্রায় সকল কাজের ভাষায় পরিণত হতে পারত। ১৯৪৭ পরে আশা করা গিয়েছিল অন্ততপূর্ব পশ্চিমবাংলায় বাংলা ভাষার রাজ্যভাষায় পরিণত হবে তার স্বাভাবিক বিকাশে বাধা থাকবে না। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে ইংরেজীর স্থান ভারত রাষ্টে হিন্দিকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। ফলে যে সমস্যা দেখা দিল - বাংলা ভাষাকে শাসন বিভাগে ও বিচার বিভাগে প্রতিষ্ঠিত করা। শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চাই এবং সেই প্রাথমিক শিক্ষা সকল রাজ্যেই হবে সকল জনসমষ্টির মাতৃভাষায়। সেইজন্য বাংলা ভাষাকে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে মধ্যশিক্ষা থেকে উচ্চতম শিক্ষারও প্রধানতম মাধ্যমরূপে প্রবর্তিত করা। বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকের তা দৃঢ় কণ্ঠে প্রকাশ করে গেছেন। বরং মাতৃভাষাকে কেন্দ্রে রেখে বিভিন্ন ভাষার একটি আবহ তৈরি করাই কাম্য। যার মাধ্যমে বিশ্বের নানা দেশের জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইতিহাস, ঐতিহ্য গ্রহণ করা এবং সেসবকে নিজের দেশ ও সমাজে প্রয়োগ করাও সহজতর হবে। এইক্ষেত্রে অবশ্যই মাতৃভাষাকে সামনে রাখতে হবে। কারণ, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে যখন কোনও জাতি তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি বিসর্জন দেয় তখন তারা তাদের নিজস্ব জাতিসত্তা হারিয়ে ফেলে। দূর্ভাগ্যবশতঃ ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির এতো বছর পরেও বাংলা ভাষাকে জাতীর সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তাই বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে একটি সঠিক দিক নির্ণয় খুবই জরুরী। নতুন কিছু শিখতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলার চেয়ে বিপদ আর কিছুতেই হতে পারে না। চীন, জাপান, রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের উদাহরণ লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সেসব দেশ নিজেদেরকে ভাষার জ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে। তাদের ভাষাকে উন্নত করেছে ও শিক্ষাকে প্রসারিত করেছে। সামগ্রিক উন্নয়ন এভাবেই সম্ভব হয়েছে প্রথমে ভাষা এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার হাত ধরে। আমরা বুঝি, জাতির একটা বড় বন্ধনই ভাষার বন্ধন। জাতীয় সংস্কৃতির যত বিকাশ যেদিকে ঘটুক ভাষাই হল সংস্কৃতির প্রধানতম বাহন।শিক্ষা ও উন্নয়নে বাংলা ভাষা যেভাবে মূল্যায়ন করা দরকার, তা আমাদের এখানে অনেক পিছিয়ে। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘ বাংলা ভাষা’ প্রবন্ধ থেকে একটি বক্তব্য উল্লেখ করবো ‘ যাহারে এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় লেখনি ধারণ করিয়াছেন, তাহারা কেউই বাংলা ভাষা ভালো করিয়ে শিক্ষা করেন নাই। হয় ইংরেজি পড়িয়াছেন, না হয় সংস্কৃত পরিয়াছেন, পড়িয়াই অনুবাদ করিয়াছেন। কতকগুলি অপ্রচলিত সংস্কৃত ও নতুন গড়া চোয়ালভাঙ্গা কথা চলিত করিয়া দিয়েছেন। নিজে ভাবিয়া কেহ বই লেখে নাই সুতরাং নিজের ভাষায় কি আছে না আছে তাহাতে তাহাদের নজর ও পড়ে নাই’ ফলে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নয়ন সেভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। এর পাশাপাশি বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে অন্যদের সাথে টিকে থাকতে হলে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশি ভাষার ব্যবহার অব্যশই মাথায় রাখতে হবে। যেহেতু সারাবিশ্বে ইংরেজি ভাষার প্রচলনই সব থেকে বেশি এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে তারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে সেহেতু একটি ভালো চাকরি, কর্মসংস্থান যা-ই বলি না

.

কেন, তা অনেকাংশে নির্ভর করে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার ওপর। কিন্তু মাতৃভাষার দুর্বল থেকে বিদেশি ভাষায় সবলতার আশা করা দুরাশার নামান্তর। ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান লক্ষণ হল ধারাবাহিকতা।চিন্তা-চেতনায়, রাজনীতিতে, কর্মে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। এমনকি বিশ্বের জ্ঞান-দরবারে বাংলা ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠ করতে হবে।

এবারে বাংলা ভাষা বিস্তারে সাহিত্যের দিকটি দেখে নেব। মানুষ সামাজিক জীব এবং নিজেকে মধ্যস্থানে স্থাপিত করে সে চারদিকে মনের মত করে একটি পরিমণ্ডল রচনা করে নেয়। এটি মানুষের জন্মগত সংস্কার। সুতরাং তার মনোভাব ব্যাখ্যা জন্য একটা কিছু চাই। পারস্পরের ইচ্ছা অনুভূতি এক কথায় ভাব বিনিময় মাধ্যম খুঁজে বের করতে হবে যা ভাষার মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায়। এছাড়াও ভাষা কে চিনবার আরেকটি লক্ষণ হল, যে কোন বক্তব্যের চিহ্ন দেখে আমরা বর্ণ সমষ্টির মধ্যে দিয়ে কোন কিছু প্রকাশ করি। ভাষার প্রথম সার্থকতা সামাজিক যোগাযোগে কিন্তু তার চরম সার্থকতা সাহিত্য- সৃষ্টিতে। একথা স্বীকার করে নিতেই হয়, আধুনিক ভারতবর্ষে বাংলা ভাষার এবং বাঙালি জাতির প্রধান গৌরব বাংলা সাহিত্য। ভারতবর্ষে অন্য ভাষার সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই কথা বলা চলবে কিনা তা আলোচনা সাপেক্ষ। এই বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে প্রায় হাজার বছরের অধিক সময় ধরে বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে।বাংলা ভাষার মূল প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত। এবং তা যতদূর অনুমান করা যায় যে অষ্টম সপ্তম শতাব্দি হতে প্রচলিত। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী বা বা তার কিছু আগে কিংবা পরে মাগধী অপভ্রংশের খোলস ত্যাগ করে বাংলা ভাষার জন্ম হয়। ভাষাগত পরিবর্তনের চিহ্ন ধরে বাংলা ভাষাকে যথাক্রমে তিন পর্যায়ে অবিভক্ত করা যেতে পারে। আদি যুগের বাংলা ভাষা চর্চাচর্য বিনিশ্চয় এ ভাষার প্রাথমিক দৃষ্টান্ত মিলবে যা একান্তই মুখের ভাষা নয় লেখ ভাষা। চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা কবে যে ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে তাকে মোটামুটি মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষা নামে অভিহিত করা হচ্ছে যার প্রথম নিদর্শন বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। এরপর সরস থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অর্থাৎ ভারত মৃত্যু। এই স্তরে বাংলা ভাষার রূপান্তর প্রায় আধুনিক কালের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য পৌরাণিক অনুবাদ সাহিত্যে প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই অর্জিত রূপ প্রাচীনতর ভারতীয় সাহিত্যে ও আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে এবং বিশ্ব সাহিত্যের বহুল বিকাশমান ধারায় বিকশিত। এইসবই আমাদের আজকের সাহিত্য জগতের ভিত্তি, এ তথ্য সর্বস্বীকৃত। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সাহিত্যের যে প্রবাহ তা আজকের প্রজন্মকেও স্বাচ্ছন্দে এগিয়ে নিয়ে গেছে। শুধুমাত্র শিক্ষার উচ্চ স্তরেই নয়, সমস্ত জাতির শ্রমিক ও সহকর্মীর সঙ্গে বাংলা ভাষার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে ব্যক্তিগত ঐক্য ও বন্ধুত্ব। বাংলার সংস্কৃতির নিকটে প্রবাসী বাংলার সংস্কৃতির বার্তাবহন করে এই বাংলা ভাষা। এই ধারা কোন সংকীর্ণ নীতিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে নি। ব্যাপক অর্থে তা জনসাধারণের সহজ মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পরিশেষে বলি ভারতবর্ষে যে সংস্কৃতি নানা ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তা সংস্কৃতির মাধ্যমে। কৃষি প্রধান ভারতবর্ষে মানুষের জীবনযাত্রা যে আদান-প্রদান যে সহজ সরলতা তা মুখ্যত সংস্কৃতির ধারা। এই ধারাকে বহন করে নিয়ে যেতে বর্তমানে বাংলাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সম্প্রতি তা ধ্রুপদী ভাষারূপে সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এই ভাষা যে দায়ভার বহন করে নিয়ে এসেছে তারই মর্যাদা স্বরূপ এই স্বীকৃতি সত্যি অভাবনীয় প্রয়াস । বাংলা ভাষাকে ভাবের পাশাপাশি জ্ঞানের ভাষাও করে তুলছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ বাংলা ভাষাকে নানা বিষয়ের জ্ঞান প্রকাশের উপযুক্ত করে তুলতে চেয়েছে। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর প্রবেশের আগেই রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের প্রাদেশিক

.

সম্মিলনের ভাষা যাতে বাংলা হয়, সে বিষয়ে সরব। উনিশ শতকের শেষ দশকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যক্রমের সূত্রপাত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ভাষা ও বিষয় হিসাবে যথাক্রমে বাংলা ও বাংলা সাহিত্যকে জায়গা দেওয়ার দাবি উঠল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা ও কলকাতার বাইরে ভদ্রলোকের হাতে গড়ে ওঠা নতুন সাহিত্যধারা ছাড়া জনপ্রিয় সাহিত্যধারার যে রূপ জীবিত ছিল সেই যাত্রা, কবিগান, সঙের গান, বটতলার সামাজিক কেচ্ছা, রসিকতা সাহিত্যে প্রবেশ করল। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক আয়োজন তাতে বাংলা ভাষায় নতুন জোয়ার এল।এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মতামতটি এখানে উল্লেখ করব সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী বলেছেন- 'এই স্বীকৃতি পাওয়ার ফলে ভবিষ্যতে বাংলা ভাষার উন্নতিতে তার প্রভাব পড়বে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, পরম্পরার ক্ষেত্রে, সাহিত্য পরম্পরার ক্ষেত্রে, গবেষণার ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়বে'। সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আনন্দবাজারকে বলেছেন, 'বাংলার অনেকদিন আগেই এই মর্যাদা পাওয়া উচিত ছিল'। কেননা সংস্কৃতি হলো কোন ব্যক্তি কিংবা জনগোষ্ঠীর জীবন ও পরিবেশের উৎকর্ষ সাধনের ধারাবাহিকতা গতি নির্ধারণের প্রচেষ্টা । নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে বর্তমানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আধুনিক রুপ ধারণ করেছে।এই ধারাবাহিকতা ভাষার ঐতিহ্য ও বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গ। মনে করা হয় মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। হিন্দির পর বাংলাই সবচেয়ে বহুল প্রচলিত ভাষা।'

Bibliography:

১.চৌধুরী, ভূদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' প্রথম পর্যায়, ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
২.চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমান ইতিহাস ও সংস্কৃতি', প্রথম খন্ড, ১৯৯৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি।
৩.নাথ, মৃণাল চর্যাপদ ২০১১ এবং মুশায়েরা, কলকাতা।
৪.বন্দোপাধ্যায়, ড: অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৬, কলকাতা।
৫.বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখাল দাস, বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম খন্ড ১৯৯৭, দ্বি: সংস্করণ, নবভারত পাবলিশার্স,কলকাতা।
৬.রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খন্ড ১৯৯৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৭.রায, নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস, আধি পর্ব, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, সপ্তম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৮.ড. রামেশ্বর শ ', সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, ৮ই ফাল্গুন, ১৩৯০
৯.সেন, সুকুমার,' বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ', প্রথম খন্ড, ১৯৪০
১০.সেন, সুকুমার,' ভাষার ইতিবৃত্ত ' সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
১১.হালদার, গোপাল,' সংস্কৃতির বিশ্বরূপ ' প্রকাশ ভবন, মে ১৯৮৬

CC BY NC